প্রকাশক ঃ
গোপালচন্দ্র রায়
২৬ মদন বড়াল লেন
কলিকাতা-৭০০ ০১২

প্রথম প্রকাশ ঃ
আগস্ট— ১৯৬০

মুদ্রাকর ঃ
শ্রীরবীন্দ্র নাথ সরকার
সেঞ্চুরী প্রেস
২৯ পটুয়াটোলা লেন
কলিকাতা-৭০০০০৯

আমার কথা

অল্প বয়স থেকেই কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ ইত্যাদি লিখে আসছি। ছাপা হয়েছে কিন্তু খুবই কম।

কলেজে যখন প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রী ছিলাম, সেই সময় কলেজ ম্যাগাজিনে প্রথম আমার একটি বড় গল্প প্রকাশিত হয়েছিল। পরে বিবাহের পর আমার স্বামী গোপালচন্দ্র রায়ের আগ্রহে 'ভারতবর্ষ' মাসিক পত্রিকায় আমার কবিতা ও প্রবন্ধ ছাপা হয়।

হাওড়া গার্লস স্কুলে (বর্তমান নাম হাওড়া যোগেশচন্দ্র গার্লস স্কুল) একটানা দীর্ঘ ৩৮ বৎসর কাল শিক্ষয়িত্রী থাকার পর সম্প্রতি অল্প কয়েকদিন হ'ল অবসর গ্রহণ করেছি। স্কুলে বরাবরই উপরের ক্লাসগুলিতে ইংরাজি পড়াতাম। তখন কোন কোন শিক্ষিকা বান্ধবীর, বিশেষ করে ছাত্রীদের অনুরোধে স্কুল ম্যাগাজিনে মাঝে মাঝে ইংরাজি কবিতা লিখে দিতাম, ছাপা হ'ত।

অন্যত্রও কোথাও কোথাও লেখা দিতে হয়েছে এবং ছাপাও হয়েছে।

একেবারে বালিকা বয়স থেকেই গান গেয়ে ও গানের চর্চা করে আসছি। নিজে কিছু গান লিখেওছি এবং কয়েকটি গানের স্বরলিপিও তৈরি করেছি।

আমার স্বামী দীর্ঘকাল ধরেই আমাকে বলে আসছেন,—তোমার কিছু কিছু বাংলা ও ইংরাজি কবিতা এবং কয়েকটি গান ও গানের স্বরলিপি নিয়ে একটা বই করে দিই।

আমাদের একমাত্র সন্তান শ্রীমান্ দীপংকরও (বর্তমানে আমেরিকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক) আমার একটি কবিতা সংকলন বই-এর কথা বলছে।

আমি আমার স্বামীর 'শরৎচন্দ্র' প্রভৃতি অনেক বইয়ের প্রকাশিকা হয়েছি।

দীপংকরেরও এখন পর্যন্ত বাংলায় লেখা দুটি গল্পের বই এবং ইংরাজিতে লেখা একটি কবিতার বই—আমার স্বামী ও আমি দুজনে প্রকাশ করেছি। তবুও আমার নিজের কোন বই ছাপাই নি।

এবার আমার স্বামীর একান্ত আগ্রহেই এই বইটি করতে বাধ্য হয়েছি। এতে বাংলা কবিতা, ইংরাজি কবিতা এবং গান ও গানের স্বরলিপিও দিয়েছি।

অবসর সময়ে বাংলা ও ইংরাজিতে দু চার লাইনের ছোট ছোট কবিতা বা কবিতা কণা লিখে থাকি। এই বইয়ে ঐরূপ কয়েকটি ছোট কবিতাও দিয়েছি।

যাঁর একান্ত আগ্রহে এই বই, আমার সেই স্বামীই হয়েছেন এই বইয়ের প্রকাশক।

সূচীপত্র—

বাংলা কবিতা—

একটি সকাল	...	১
পরিচয়	...	৩
আছ তুমি জানি	...	৪
ছবি	...	৬
জিজ্ঞাসা	...	৯
রিক্ত	...	১০
আবির্ভাব	...	১১
পৃথিবী আর আমি	...	১২
ওগো আকাশ	...	১৪
এক ঝাঁক পায়রা	...	১৬
রাজপথ	...	১৭
আগ্নেয় নির্দেশ	...	২০
অমৃত পিপাসা	...	২৩
জানাই আহ্বান	...	২৪
সন্ধানে	...	২৬
প্রতিজ্ঞা	...	২৭
কে তুমি	...	২৮
নিবেদন	...	২৯
প্রিয়ার প্রার্থনা	...	৩২

ইংরাজি কবিতা—

Man—an image of God ... ৩৩

Ode to God ... ৩৫

A flow of glorious glee ... ৩৬

Call to the son of Earth ... ৩৮

Wake up my soul ... ৪০

A midnight song ... ৪১

Music of my heart ... ৪২

Song of life ... ৪৩

স্বরলিপি ও বাংলা গান—

একটি স্বরলিপি ... ৪৬

পিউ পিউ পাপিহারা খুঁজে ফেরে কারে ... ৪৭
(দেশ—ত্রিতাল)

দমকে দমকে ডাকিছে দামিনী ... ৪৮
(দাদ্‌রা)

ঠমকি ঠমকি রাধা চলে যমুনায় ... ৪৯
(রাগ প্রধান—খাম্বাজ ঠাট)

সজনী তোমার বাঁশিতে আমার সুরখানি ভরে নাও ... ৫০
(ভৈরবী—রাগ প্রধান ঠুংরি চাল)

দ্রিমিকি দ্রিমিকি দ্রিমি তুম্ তানানা ... ৫১
(ঝাঁপতাল—মিশ্র দেশ)

কোয়েলিয়া তুমি যেও না চলে ... ৫২
(রাগ প্রধান—মারবা-ত্রিতাল)

শাওন এলরে আজি মল্লারে মল্লারে ... ৫৩
(আধুনিক)
সুন্দর হতে সুন্দর তুমি— সুন্দর প্রিয় মোর ... ৫৪
(আধুনিক)
সঘন গগন মোরে ডাক দিয়ে যায় ... ৫৫
(আধুনিক)
বুঝি ঐ চলে যায় ফাগুন যে হায় ... ৫৬
(আধুনিক)

একটি সকাল

অনেক—অনেক রাত পার হয়ে এসে
পেয়েছি একটি সকাল—
একান্ত আমার। উথাল পাথাল
কত কুণ্ঠিত দিনের পারাবার
দিয়েছি যে পাড়ি—লইতে হিসাব তার
মন নাহি চাহে। মূর্খ উচ্ছ্বাসের
অক্ষম তরীখানি—নির্বাসিত বালুচরে
এসেছি যে ফেলে। অনাবিল মুহূর্তের তরে
প্রতীক্ষা আগন্তুক মনের। উদাসী ক্ষণের
মৌন অবসান। অপ্রগল্‌ভ উল্লাসের
আরক্তিম উষ্ণ সাড়া—দিয়ে যায় পাড়ি—
দিগন্তের রক্ত সাগর আবেশে সন্তারি।
রবাহূত অনাহূত পুরাণো যে দিন
অতিথি সূর্যেরে জানায় অমলিন
সৌম্য আমন্ত্রণ।—তারপর চলে যায়
আতুর উদাসী বনভূমি ছায়—
কুয়াসা হাউই হয়ে কোথায় মিলায়
তারা—অতীতের কোন্ হিম মাসে,
হেমন্তের নিমন্ত্রণহীন সকরুণ ঘাসে।
অন্ধকার স্তব্ধ গাঢ় সৈকত

পার হয়ে— স্থূল শতাব্দীর বিগত
আর্তিকে নির্বাসন দিয়ে,
আনন্দ রহস্যঘন সম্ভার নিয়ে
সোণালী সূর্যের স্বচ্ছ প্রকাশ—
অনাদির নীল দিগন্তে। অব্যক্ত বিকাশ
পূর্ব তোরণে তোরণে। শিশিরের লাবণ্য সাগরে
তুলেছে যে ঢেউ —একটি সকাল। আমারি তরে-
শুধু আমারি হৃদয়ের শঙ্খ মিনারে—
ধানের সবুজ গুচ্ছের কিনারে কিনারে,
স্বচ্ছন্দ পরিতৃপ্ত আকাশের মত—
সুনিশ্চিত—স্বাগত—দিগন্ত বিস্তৃত।
আনন্দ উল্লাস প্লাবন বয়ে বয়ে যায়,
ডাক দিয়ে মেঘে মেঘে কোথায় মিলায়।
নরম নদীর জলের গন্ধটুকু মেখে—
আপন বুকের ঢেউয়ে কান পেতে রেখে
আমাকে শোনাতে চায় আগামী বারতা,
আমারি একটি সকাল—অস্ফুট সে কত কথা,
অনির্বচনীয়, অব্যক্ত, তবু একান্ত আমার —
উত্তরণ আলোর নীড়ে—পেরিয়ে আঁধার।

পরিচয়

প্রথম প্রভাতে আলোর আভাসে তোমারে জেনেছি আমি—
আপন মনের মাধুরী মিশায়ে তোমারে রচেছি, স্বামী।
দূরে কিংবা কাছে নাহি জানি, প্রভু পরাণে রয়েছ জানি,
মরম বীণায় উঠিছে বাজিয়া ভাষাহারা তব বাণী।
নয়নের আলো পড়েনি মূরছি তুলি গীত ও তনুতটে
অরূপ ও মূরতি রূপসীমা মাঝে আঁকা মম হৃদি-পটে।
তোমার গতির ছন্দ বাজে আমার জীবন স্পন্দনে,
মুক্ত তুমি, বন্দী তবু আমার নিবিড় বন্ধনে।
রূপের তোমার নাহিক প্রকাশ, অনুপম তুমি তবু,
সীমাহারা তুমি, সীমার বাঁধনে বেঁধেছি তোমারে প্রভু।
সন্ধ্যার কূলে মর্ত্যের ধূলে তুমি যেন আলোছায়া
প্রভাত তপন জানায় আশিস নহ তুমি নহ মায়া।
যেদিন আপনি হারাব আমারে আমার সকল কাজে
তোমার আলো উঠিবে ভরিয়া আমার জীবন মাঝে।
সেদিন আমার সকল পূজা নীরবে গহন ছলে
অর্ঘ্য হয়ে পড়িবে ঝরিয়া তোমার চরণ তলে।
সেদিন আমি জ্বালিব আমার সোনার প্রদীপখানি
আরতি করিয়া লইব বরিয়া তনু-মন মম দানি।

আছ তুমি জানি

কে বলে তুমি নাই প্রভু, নাই—
রয়েছ ভুবন ভরিয়া,
ধরার প্রতিটি অণু পরমাণু
জাগিছে তোমারে স্মরিয়া ॥
প্রভাত তপনে চাঁদের কিরণে
নয়নের আলো হেরি—
শ্যাম-ঘনছায় মেঘের ভেলায়
করুণা রেখেছ ঘেরি।
সজল শ্যামল শিশির কণায়
শারদ প্রভাতী রাগে
ঝিরি ঝিরি মৃদু মলয়ের সাথে
তোমার হাসিটি জাগে।
অমল ধবল কুসুম কোমলে
তোমায় চরণ রাজে
শ্যাম-তটরেখা তটিনীর বুকে
আনন্দ গীতি বাজে।
সুনীল সাগরে নিবিড় আঁধারে
তোমার বারতা জানি
ধ্যান মৌন স্তব্ধ অচলে
শুনেছি গভীর বাণী ॥

মধু মলয়ের মর্মর মাঝে
চঞ্চল ফুলবাসে
কচি কিশলয়ে কাঁপন জাগায়ে
তোমার পরশ ভাসে।
ঝঞ্ঝার মাঝে হুঙ্কারে বাজে
ভৈরব আহ্বান,
বজ্রে বজ্রে শকতি লুকান
জানি জানি মহীয়ান।
অনল অনিলে গগনে সলিলে
জাগে কল্যাণ আঁখি,
বিশ্ব ভুবনে গোপনে গহনে
নিজেরে রেখেছ ঢাকি।
আঁখি ভরি মোর রয়েছ সদাই
ভুলিতে পারি না কভু,
তনু-তট ভরি পরাণ উজাড়ি
তোমারে জেনেছি প্রভু।

ছবি

ভালো কি বেসেছ কভু
(দূর) নক্ষত্রের আলো,
শুভ্র যূথির গন্ধটুকু
লেগেছে কি ভালো ?
সিন্ধু-জলে দেখেছ তো
চাঁদ সূর্যের খেলা—
বেণু বনে দেখেছ কি
জোনাকির মেলা ?
নীল নীল আকাশের
নীল হাসি রাশি —
ভুলায়েছে মাতায়েছে
কত ভালোবাসি।
কভু কি মেতেছে মন
(হেরি) ধরণীর বুকে—
প্রভাত সূর্যের খেলা
শ্যাম তৃণ মুখে ?
ফাগুনে আগুন লাগা
দক্ষিণার হাওয়া —
মন বনে নিতি নিতি
করে আসা যাওয়া ।।

রাখালের বুক ভরা
　　　　বেদনায় ঢালা
শুনেছ কি বাঁশী তার—
　　　　করুণার মালা ?
পাপিয়া কুহুর গান
　　　　ভুলায়েছে হিয়া—
মরাল মিথুন যবে
　　　　ডানা মেলি দিয়া
যায় ভাসি দিকে দিকে
　　　　কাকলি তুলিয়া,
শোননি কি সেই গান
　　　　সকলি ভুলিয়া ?
মহাঝড়ে বনরাজি
　　　　ওঠে যবে দুলে—
বিস্ময় মেনেছে চিত্ত
　　　　সব কিছু ভুলে।
গুঞ্জন তোলে নি মনে
　　　　বেতসের গান,
সরসীর বুকে জাগা
　　　　মর্ম্মর তান ?
মাতাল মহুয়া বন
　　　　চাঁদ ঝরা রাতে
নেচে কি ওঠে না প্রাণ
　　　　জোনাকির সাথে ?

ইন্দ্রধনুর রঙে

(জানি) রেঙে ওঠে মন-

রাঙ্গা হাসি শিশু মুখে—

ভোলে বিশ্বজন।

ছোট ছোট কত ছবি—

শোভা দিকে দিকে,—

ওগো কবি! স্মৃতি পটে

রাখো তারে লিখে।

শুনিতে চেওনা সদা

বসন্তের তান—

বারেক ভুলিও শুনি

শিশিরের গান।

জিজ্ঞাসা

অমৃত না গরল— ?
কোন্ সাগর মন্থন করি জীবনেরে
সৃজন করেছ ওগো ভগবান !
রূপে রসে গন্ধে তার কখনও মুগ্ধ বিচলিত
কখনও হয়েছি ভীত কম্পমান।
কখনও তার তীব্র নীল হলাহল রস
আকণ্ঠ করিয়া পান
ভুলেছি করিতে তব জয় গান,
ভুলেছি সঁপিতে তনু মন প্রাণ।
শ্বেত শঙ্খ মরালের ডানা সম—
চির মুক্তির ইঙ্গিত প্রাণে মম
জাগায়েছে সাড়া বারে বার।
সে তো নহে নীড়ের সন্ধান,
সে যে দিশা হীন অতল অম্লান
আনন্দ—হারায়ে যাবার।
জীবন পাত্র ভরি সেই কি সুধা !
সেই কি অমৃত ! মম হরেছে সকল ক্ষুধা ?
ভরেছে সকল রিক্ততা করি দান—
জিজ্ঞাসি তোমারে ভগবান।

রিক্ত

তোমার চরণ ছুঁয়ে ভেসে আসে আমার গানের কলি,
তাইতো আমার জাগলো ভুবন আনন্দে উছলি !
তান পুরাটার তার গুলাতে তোমার পরশ ছন্দ,
বুকের বীণা উঠলো বেজে তাইতে মধুর মন্দ ।
তোমার সভায় গাইব যে গান ভেবেছিলাম আমি,
সেই গানেতে ভরলে মোরে, ওগো অন্তর্যামী ।
যে মালাটি গেঁথেছিলাম তোমায় দেব বলে,
মোর গলাতে দুলিয়ে দিলে কখন কিসের ছলে ?
তোমার পূজার বরণ ডালা সাজিয়ে ছিলেম আজ—
সব কিছু মোর সঁপে দেব, ওগো মহারাজ !
রিক্ত হয়ে উঠবো ভরে—এই ছিল মোর সাধ—
শূন্য যা মোর পূর্ণ করে সাধলে তাতে বাধ ।
যা কিছু মোর আছে বলে করেছিলাম গর্ব—
আজ যে দেখি মোর কিছু নাই—তোমার প্রেমই সর্ব ।

আবির্ভাব

বসে আছি একান্তে বাতায়ন পাশে
নিরালা দুপুরে। মুগ্ধ চোখে দেখিতেছি—দূর নীলকাশে
ভেসে চলে পুঞ্জ পুঞ্জ কৃষ্ণ কালো মেঘ।
দাদুরি গাহিছে কোথা প্রকাশিয়া মত্ত প্রণাবেগ।
প্রথম ধারার স্পর্শে শ্যাম তরুরাজি মন্দ আবেশে
প্রসারি আপন শাখা ডাকে 'আয়, আয়'। ঘাসে ঘাসে
পড়ে তার ছায়া। কোমল মসৃণ তনু উদ্বেল উত্তাল
তার ওঠে দুলে দুলে।—দুপুর পার হয়ে এল যে বিকাল।
চাতকের শুষ্ক কণ্ঠ সিক্ত হবে—লয়ে এই আশা
অপেক্ষিছে অধীর আগ্রহে ঃ চক্ষে জাগে মৌন জিজ্ঞাসা।
'আসে, আসে, ঐ আসে'—পশ্চিমের কোণে
জাগে মহাবানী। স্তব্ধ ধরা কান পেতে শোনে
তার পদ-ধ্বনি। গুরু গুরু গম্ভীরে জাগে মহাকাল
ছড়ায়ে পড়িছে এ রুক্ষ জটাজুট, অগ্নিদীপ্ত ভাল।
ভ্রূকুটি কুটিল চক্ষে হানে বিদ্যুৎ বান। ফিরিতেছে নীড়ে
ত্রস্ত কলরোলে দিক্‌ভ্রান্ত ভীত পক্ষিকুল। ধীরে ধীরে
ছন্দ জাগে ত্রিভুবন জুড়ে। কেঁপে ওঠে সরসীর বুক।
আধ ফোটা যুঁইগুলি মুদিয়া কোমল আঁখি লুকাইছে মুখ।
সন্‌ সন্‌ ঝন্‌ ঝন্‌ আকাশে বাতাসে শুনি মত্ত কোলাহল
জাগিছে রুদ্র ভৈরব। পদ ভরে সারা বিশ্ব ঐ টলমল।
উড়ে যায় জীর্ণ পাতা। নব জন্মের নব আহ্বান।
এ যে আবির্ভাব। মুগ্ধ হিয়া শোনে সেই গান।

পৃথিবী আর আমি

বিপুল অরণ্য—দিগন্ত প্রসারী—
নির্জন ছায়ার কোলে আতুর
কুণ্ঠিত সূর্যালোক—মধুর
স্বচ্ছতার প্রার্থনায় আকুল।
বিহ্বল করুণ ধূপের ধোঁয়া,—
দগ্ধ দাক্ষিণ্য,—না যায় ধরা ছোঁয়া—
তরুণ তমাল তারুণ্য ম্লান হ'য়ে যায়
ব্যথার বিধুর বেদনায়। অভ্যুগ্র পদধ্বনি
শোনে অন্য গান। নেই সেথা
কোন জড়তার যান্ত্রিক সমাহার,
জটিল কুটিল দ্বন্দ্ব—নিরাশা কুণ্ঠার।
অরণ্য তামসে যারা হারায়—
তারা মিলায় ঐ অনন্ত নীলিমায়।
রেশ টুকু লতায় পাতায় ঘাসে,
শৈশব শিশিরে, -- বাতাসে সুবাসে,
অস্পষ্ট আভাসে—আলোছায়া
হয়ে ভেসে বেড়ায় চিলের চিকণ ডানায়,
উদাসী ঘুঘুর গানে,—মেঘের কানায় কানায়।
সেই সুর কান পেতে শুনি—শুধু শুনি,
বাউল পৃথিবী আর পথহারা আমি।

পাশাপাশি জেগে বসে থাকি—
চোখে চোখ রেখে—দিন যামী।
শঙ্কিত অভিসার শেষ হয়ে গেছে,
বিরহী পৃথিবী আজ বড় কাছে,
এসেছে আমার পাশে—হাতে হাত রেখে
ভাষাহারা ভাষার ব্যঞ্জনা নিয়ে।
তবে পেয়েছি কি খুঁজে পথের ঠিকানা—
আমার পৃথিবীর অনিশ্চিত সীমানা।
বিপুল বনানী যেথা মেলে দিয়ে পাখা
আমাকে ভাসিয়ে দেবে মেঘ ঢেউ আঁকা,
আলপনা তরঙ্গ মাখা, নক্ষত্র ঢাকা
স্বপ্ন মঞ্জিলে,—যেখানে প্রতীক্ষারত
আমার পৃথিবী—কবে জেলে নিয়ে
উদ্দাম মশাল অন্ধ অরণ্যে—বুকের
আগুন দিয়ে এনে দেবে উজ্জ্বল সুখের
এক সূর্য জাগা দিনের—শত শতাব্দীর
অগ্নি ঝরা ললাট-বহ্নি হতে।
পাশাপাশি হাত ধরে আমাতে পৃথিবীতে।
এবার শুরু হবে পথ চলা—অন্ধকার
অরণ্য-তীরে আলোক বন্যার অভিসার।

ওগো আকাশ

ওগো আকাশ ! তোমার
চিকণ চোখের সুনীল সাগরে
দিতে চাই ডুব, মেখে নিতে
নির্জন নীলিমাকে অঙ্গে আমার,—
ঢেকে দিতে বিষ নীল
গভীর হৃদয় তট। অবশ শিথিল
দুই ডানা মোর উঠিবে কাঁপিয়া
তোমার দিগন্ত ভরা আলোক তরঙ্গে।
তোমার তারুণ্য মাখা দিনান্তের গান
ক্লান্ত ক্ষীণ কণ্ঠে এনে দেবে প্রাণ,
তানভরা সুরের লহরী।
তোমার নীলাম্বু নীড়ে মেঘ বিহঙ্গ
কাকলি কূজনে ভরি তার মাদল মৃদঙ্গ,
আমার রাতের ঘুমে এনে দেবে স্বপ্ন সাধ,
নৈরাশ্য তিমির মাঝে নব জীবনের স্বাদ।
শিশিরের গন্ধ মেখে ভরে দেবে
আমার পৃথিবী। ওগো আকাশ—
তোমার নীলাদ্রি শিখর হতে নিঃসঙ্গ অবকাশ
ভরে দিয়ে গেয়ে ওঠে কি গান
অচিন্ কোন পাখী—আমারে জানাতে আহ্বান

সুর তরঙ্গে। রূপালী মেঘের নিঃশব্দ
পালকের সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসে
মাটির নীড়ে শিশির নীল ঘাসে
সূর্য গন্ধ নিয়ে—সেই গান জন্ম দিতে
আমার নিঃসঙ্গ নক্ষত্র বুকে—
ওগো আকাশ—শুভ্র মেদুর সুখে
এক রাতের রজনী গন্ধার !
তোমার নিটোল আমার সোনালী
তোরণ বেয়ে ভেসে আসে নীল ইঙ্গিত
এনে দিতে প্রশান্তির নীলিম সম্ভার,—
আমার সকাল সন্ধ্যার জীবন নদীর
ঢেউ-বীথি—ঢেকে দিয়ে মরুময় তীর।

এক ঝাঁক পায়রা

শীতার্ত দুপুর। এক ঝাঁক পায়রা খেলায় মেতেছে
মুগ্ধ আকাশের বুকে নীল মালার মত।
সূর্যের গন্ধ তারা নিয়েছে যে মেখে
ডানার পালক ভরে। আলোর সুরেতে জাগা
নেশায় পাগল। ঐ উড়ে যায় মেঘ ছুঁয়ে -দূরে কাছে
মাঝখানে ভেসে থাকে—উপরে ও নীচে—
উদাস হাওয়ায় তারা ডানা মেলে দেয়,—
সাগর ঢেউয়েতে যেন রূপালী ফেনা
আলেয়ার মত ছড়িয়ে মিলিয়ে যায়।
রক্তে তাদের হারিয়ে যাওয়ার দোলা—
নিশীথের কেঁপে ওঠা তারার গানের মত।
লাল লাল ঠোঁটে,—কালো মুক্তা চোখে
ঝিকিমিকি ঝরণার নাচ। নরম সুখে
হয়ে মাখামাখি ভোরের আলোর মত,
একগুচ্ছ ঘাসের বুকে শিশিরের মত,
উদাস দিগন্তে তারা ওড়ে অবিরত।

রাজপথ

রাতের রাজপথ
বড় একা—
নিঃসঙ্গ দীর্ঘ অবকাশের মত।
গতির বিরতি—
মাঝে মাঝে নিরুত্তাপ শব্দের ঢেউ
আছড়ে পড়ে বুকে সন্তর্পণে অতি।
যেন ভাঙ্গে না ঘুম,
বড় ক্লান্ত বড়ই করুণ –

শুকতারার ডাকে—
সূর্য যখন হেসে ওঠে সাদা মেঘের চূড়ায়,
আকাশের নীল ডানা থেকে
ছড়িয়ে পড়ে আলোর কুমকুম মাখা
ভোরের আবীর—রাজপথের ঘুমঘুম চোখে,
প্রাণের বন্যায় ভেসে যায়,
সোহাগে আদরে জেগে ওঠে
দিনের রাজপথ।
ভুলে যায় কত শত অতীতের কথা
শুরু হয় প্রাণের মিছিল—
চলার চিহ্ন পথে এঁকে এঁকে।

কত আনন্দ বেদনা বিধুর,
কর্ম কোলাহল, কত কথা ছন্দ মধুর,
কত বিচিত্র বাহার। কখনও আঘাত
প্রত্যাঘাতের চিহ্ন ঝরে—গলে পড়ে
কালো জমাট রক্তের মত
পিচঢালা পথে।
কত উৎসবের সাথী,
দিন রাত করে মাতামাতি,

কখনও উদ্ভাসিত, সমর্পিত
কখনও উত্তপ্ত আপ্লুত।
কত আলো, কত হাসি,
শুধু খুশী রাশি রাশি,
কত শোক হাহাকার,
কত বাধা দুর্নিবার,
একই পথে যাত্রা তার,
প্রাণের প্রদীপ জ্বালা—
পিচঢালা পথ,
দিনের রাজপথ।
কত হিংসা হানাহানি,
ষড়যন্ত্র আর কানাকানি,
লোভাতুর লালসার মায়া,
ফেলে যায় কুটিল কঠিন ছায়া,

নিঃসীম নিবিড়—
অতল গভীর পথ প্রান্তে।
স্তব্ধ হয় সব চলাচল,
শান্ত হয় সব কোলাহল
একান্তে দিনান্তের শেষে,
যখন সন্ধ্যাতারা
আকাশের কোণে ওঠে হেসে।

তারপর—নিশীথ নিঝুম,
নেমে আসে ঘুম—
আঁধার চাদরে ঢেকে নেয় মুখ
রাতের রাজপথ।
তারা-কাঁপা সিক্ত মেঘ
হাওয়ার পালক ভরে,
শিশিরের গন্ধ ধরে—
নেমে আসে ক্লান্ত পথ 'পরে!
ছড়িয়ে রাতের ডানা—
সুখের সোহাগ ছুঁয়ে
স্বপ্ন দেখে আগামী দিনের।
ছায়া ছায়া রঙে শ্রান্ত—আনত
দীর্ঘ রাজপথ,
রাতের রাজপথ—
মায়াভরা নিঃসঙ্গ রাজপথ।

আগ্নেয় নির্দেশ

দূ চোখ দিয়েছি মেলে
আকাশের মত—গোধূলির কোলে,
দূরে—ঢেউ ঢেউ স্ফটিক পাহাড়ে,
মেঘ মেঘ সীমানার কুমকুম কিনারে।
কত শব্দ—কত ধ্বনি—কূজন কাকলি—
মিলে মিশে একাকারে
রোমাঞ্চ শিহর আনে নীলাম্বু পাথারে।
দিগন্ত দর্পণে পড়ে এ কার ছায়া,
ধূম্র মৌন সন্ধ্যায় মরীচিকার মায়া
আনত—আশ্লেষে যেন। নীল নীল
নীহারিকার সমুদ্র ফেনিল
উদ্বেল উদ্ভাসিত তরঙ্গ মথিয়া,
পলাতক আতসের পাখা বিথারিয়া
কেন চলে ছুটে ছুটে কোন্ উন্মাদনায়,
উপল সঙ্কুল পথে—কোন্ বিড়ম্বনায়,
কে বলিবে মোরে? কোন্ অতীতের
ছিন্ন গর্ভ থেকে আর্ত ব্যথিতের
স্থবির ক্রন্দন ভেসে আসে।
কেন ভেসে আসে—কোন্ অবকাশে
নিঃসঙ্গ একক ঐ তারকার পাশে,

অসংবৃত অন্তরের কুহক বাতাসে ?
সচ্ছ্বল সপ্রতিভ সূর্যালোক হতে—
কেন ভয়ে ভয়ে—কোন্ পথে
ডুবে যেতে চায় পার্থিব চেতনা,
শতাব্দীর শবদেহের বহ্নি বেদনা
বিদীর্ণ বিক্ষোভে জ্বলে ওঠে,
কোন্ বিক্ষুব্ধ নরকের ঠোঁটে
প্রেত কায়ার ছায়া নেমে আসে
কোন্ মৃতাত্মার ভস্মবহ্নি আশে ?
পৃথিবীর দেয়ালে অস্ফুট আঁখরে
নোঙর ফেলার সময় কে ঘোষণা করে ?
রৌদ্র রূঢ় সম্ভাষণে কোন্ মেধাবী দিন
অরণ্যের বালুচরে বিষণ্ণ বিলীন ?
বাতাসের নির্জন রঙের গভীর স্বপনে
কেন আসে অবসাদ ? গোপনে
কতদূর থেকে শিথিল পদ-সঞ্চার
শোনা যায়—কোন্ বৃদ্ধ পৃথিবীর ? নিরাশার
পাণ্ডুর স্বেদ শ্বেত চূর্ণ কোন্ দুরাশার
দুর্জয় আকাঙ্খারে পীড়ন করে,
কোন্ প্রাণ মিলিতে চায় অনন্ত সাগরে ?
হৃদয়ের প্রবাল দ্বীপের অগ্নিগিরি
থেকে গলিত লাভার তপ্ত পথ ধরি—
উত্তপ্ত রক্ত কণা ধমনী শোণিতে,

জিজ্ঞাসার মরু প্রান্তে ধূমল ধ্বনিতে
আরক্ত রক্তিম বন্যার প্লাবন তোলে।
জীবনের পাণ্ডুলিপির ধূসর অতলে
কোন্ রহস্যের অবশেষে—
শাশ্বত স্বাক্ষর—কার আগ্নেয় নির্দেশে ?

——

*　　　*　　　*

আমি চাই নীল আকাশ
আর শিশির মাখানো সবুজ ঘাস।

*　　　*　　　*

ভোরের শিশির-সাথে
মোর পরিচয়,
এইটুকু বিত্ত শুধু
নেই তাই ভয়।

*　　　*　　　*

ওগো অসীম মহাশূন্য
(মোরে) কর তব সাথী,
মহাকালে মিশে যাক
আমার দিবারাতি।

অমৃত পিপাসা

মহা যবনিকা
কাঁপিছে সম্মুখে মোর।
মানবতার রঙ্গমঞ্চে
বহ্নিমান সূর্যের মত
এক প্রদীপ্ত সত্য—
শুধু অনন্ত জিজ্ঞাসা।
কোথা উত্তর তার?
বিব্রত কম্পিত আশা.
কুণ্ঠিত পৃথিবী—শূন্য অন্ধকার।
আসা আর যাওয়া,
যাত্রী নিয়ে তরী বাওয়া,
কোথা থেকে আসা
কোথা শেষ তার?
শুনি রিক্ত বাতাসের
অসহায় হাহাকার।
অনন্ত কালের মালায়
গাঁথা থাকে রহস্যে ঢাকা
অন্তহীন জিজ্ঞাসা।
আকুল করে অমৃত পিপাসা—
ভাসিয়ে নিয়ে যায় কোন্
অজানা মহাসাগরের উত্তাল তরঙ্গে—
উত্তরহীন রহস্যময় মহান্ জিজ্ঞাসা।

জানাই আহ্বান

হে মোর অনাগত অশ্রুত,
তোমারে জানাই আহ্বান—
স্বাগত, স্বাগত, ওগো অনির্বাণ!
সাগর কল্লোলে পেতে দিয়ে কান
দূর থেকে শুনিতেছি তোমার উদ্বেল গান
উল্লসিত কলরোলে। অবারিত—অবাধিত
উদ্গত, উদ্ভাসিত, প্লাবিত
আমার অনন্ত দ্বন্দ্বের সৈকত।
আহত, মৃত, স্তব্ধ স্থবির ক্ষণ যত
রৌদ্র বিপ্লবের দুরন্ত আঘাতে
অকুণ্ঠিত পদক্ষেপের করে উদ্বোধন।
মসৃণ একান্ত এক অতীন্দ্রিয় ক্ষণ—
সময় সমুদ্রে ছড়িয়ে দেছে ডানা
জীবন্ত যৌবনের প্রতীক—নেই কোন মানা
হারিয়ে যেতে দিগন্তের নীল নীলিমাতে,
সূর্য পরিক্রমার অনাস্বাদিত ভোরে।
সচ্ছল স্বচ্ছন্দ শুভ্র এক মানবতার তরে—
অকুণ্ঠ হৃদয়ের নিদ্রাহীন প্রতীক্ষা।
স্থাবর জঙ্গমের পার্থিব স্থৈর্য, তিতীক্ষা
নিয়ে ভ্রষ্ট লগ্ন পার হয়েছি। জড়

শতাব্দীর পঙ্গু স্থবির অনড়
প্রান্তর শেষে জাগে আলোর
মেদুর মিতালী। পূবালী ঝালর
থেকে ঝরে পড়ে আলপনা আঁকা
বাতাসের গন্ধ। নির্জন রঙের রেখা
সূর্য জাগা ভোরে, কোন্ মহাসাগরের
অপার্থিব প্রাণের দোলা দুলিয়ে
দিয়ে যায়। সঞ্চিত ব্যথার তুষার গলিয়ে
সপ্রতিভ তারুণ্যের সস্মিত প্রকাশ
অনাগত মানব হৃদয়ে। আকাশ
আর সবখানি অবকাশ জুড়ে শুনি
জীবনে আমার অভ্যুগ্র পদ ধ্বনি।
অন্তরের আনন্দ লোক করি নন্দিত,
অলকনন্দার সিক্ত শিকর বন্দিত—
হে আমার আগামী—করি আহ্বান
দীপ্ত অগ্নিশিখার মত আজ এসো বহ্নিমান।

সন্ধানে

জীবন ছোটে মৃত্যুর পানে,
নদী সাগর সঙ্গমে।
মায়ের স্নেহের জন্য
অসহায় শিশুর ক্রন্দন।
খর তপ্ত রৌদ্র দগ্ধ
উষর মরুতে চায় পান্থ
একবিন্দু জল। চাতক চায়
জলভরা কালো মেঘ একখণ্ড।
শোকতপ্ত হৃদয় চায়
এক ফোঁটা জল—চোখের

সাগর হতে—বেশী নয়
শুধু এক ফোঁটা জল; মমতা ভরা।
আর একটি হৃদয় হতে
চায় নীরব মধুর এক স্নিগ্ধ পরশ।
অশথের অঙ্কুর জাগে
সবুজ প্রাণের স্পন্দনে
শুধু সূর্যের সন্ধানে।
মৃত্যু ছোটে মহাকালের পথে,
অনিত্য কাল অনন্তের পানে
আলোক অমৃত মন্থনে।

প্রতিজ্ঞা

ভৃত্য মোরা নইকো কারো—সত্য পথে চলি,
চিত্তে মোদের বিত্ত করি জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালি।
রিক্ত নহি, ভিক্ষা মোদের করবো নাকো পেশা,
শক্তি আছে, শক্ত মন আর সকল কাজে নেশা।
লক্ষ বিপদ তুচ্ছ গণি, ভুলবো নাকো লক্ষ্য,
ক্ষুদ্র ভয়ে ক্ষিন্ন করি পাতি দেবো বক্ষ।
চলার পথের যাত্রী মোরা—রাত্রে কিবা ভয় ?
মৃত্যু মোদের নিত্য সখা, সত্যে লভি জয়।
স্বার্থ ত্যজি কর্ম করি ভাঙ্গবো মোহ কারা,
হব জ্ঞানে গুণে ধর্মে প্রেমে সফল মানব মোরা।
গড়বো মোরা জয় স্তম্ভ ধরার শ্যামল বুকে,
ক্ষুদ্র বৃহৎ থাকবে না ভেদ, সবাই রবে সুখে।

কে তুমি?

আমি যে দেখেছি নয়নে তোমার
বসন্ত নৃত্যের ছন্দ, অধরে শ্রাবণের
স্বপ্ন, বাক্য যেন শিশিরের গান।
—পেয়েছি সবুজ ঘাসের ঘ্রাণ।
চরণে কি জেগেছিল মধ্যাহ্ন সূর্যের
সুর? দুই হাতে নীড় ভাঙ্গা
মুক্তির বন্ধন? চলার গতিতে
ছিল হেমন্তের হিমেল হাওয়া!
শীতার্ত রোদের মত ছিল আসা যাওয়া!
শরৎ মেঘের মত ডাক দিয়েছিলে—
গোধূলির শব্দের মত আলোয় মিলালে।
মুগ্ধ বিস্মিত হয়ে ভাবিতেছি আমি—
ওগো পথিক বন্ধু! কে তুমি? কে তুমি?

নিবেদন

তোমাকে পেয়েছি আমি আপন করে।
কোথা ছিলে তুমি—কোথা ছিনু আমি—
দুটি নর-নারী এক চিত্ত, এক সত্ত্বা হয়ে চিরতরে
হ'নু লীন। মাঙ্গলিক শুভ অনুষ্ঠান, শত শুভকামী,
তাদের আনন্দ ঘন পূর্ণতার মাঝে সম্পূর্ণ হলো
মিলন মোদের। চারি চক্ষু এক হলো—পুলকিত
অঙ্গ অঙ্গের পরশে। স্নিগ্ধ শুচিতার আলো
উঠিল জ্বলিয়া নয়নে তোমার। অবশ হিয়া মম,
থর থর তনু। ভরিল অন্তর—ভরিল গো স্বামী
নিবেদিয়া অর্ঘ্য সম আপনারে পূজায় তোমার।
শুভ্র সীমন্ত মোর দিলে রাঙ্গাইয়া ভরি দুই কর
তব রক্তিম সিন্দুরে। সেইক্ষণে এক মুহূর্তে আমি
হারাইয়া গেনু কোনখানে তব চিত্তের
গভীরতা মাঝে। আমার আমিত্ব শুধু জাগিয়া
রহিল তোমারি তরে। তোমার সুখ দুঃখ বিত্তের
ভাগী করিলে আমায়। আমার আনন্দ ব্যথা মাগিয়া
করিলে তোমার। দুই দেহ এক হ'ল—দুই প্রাণ
এক। অনুরাগ তব শত রাগিনীতে উঠিল বাজিয়া
শত তানে অন্তরেতে মোর। শিহরণ বিদ্যুতের মত
সারা অঙ্গ ব্যাপি জাগাল পুলক। তব কণ্ঠস্বর

যে বেদমন্ত্র উচ্চারিল—সুপ্ত অন্তরে মোর
রন্ধ্রে রন্ধ্রে জাগাইল গীতিময় সাড়া।
তুমি বাঁশরিয়া বাজাইলে বাঁশরী মধুক্ষরা।
সুর তুমি বাণী মোর ধায় তব পানে। ছন্দে ধরা
দিল মোর ভাষা। সুপ্ত প্রেম জাগ্রত তোমার পরশে -
পঞ্চ ইন্দ্রিয় মোর এতদিনে তৃপ্ত হরষে।
সব ছিল—তবু ছিল না তো কিছু। যেন
কি পেয়েও পাইনি অনেক। বুঝিনু কেন
অনুভূতি হেন। তব আহ্বানে মম হলো
প্রাণ প্রতিষ্ঠা। অভিষেক তব করিনু গো আমি—
তুমি রাজা হলে প্রেমরাজ্যে মোর,
তোমার গৌরবে প্রিয় গরবিনী করিলে আমারে—
আমার গরবে তুমি হলে গরীয়ান। বাঁধিনু তোমারে
আমি প্রেম-পাশে হলে চিরসাথী। আমি সাথী তব
জীবনে মরণে—কভু রহিব না দূরে। ঘেরিয়া রাখিব
তোমায় দুই বাহু দিয়ে। শুনেছি, শুনেছি আমি
তোমার কণ্ঠ হতে স্বর্গের বাণী। জেনেছি গো স্বামী
একদিকে তুমি—আর দিকে জগতের সম্পদ
সমতুল নয় তবু।—রেখেছিনু শত
সযতনে তাই নারীর ঐশ্বর্য মোর যাহা আছে।
ছিনু আপনাতে আপনি বিকশি তব তরে! তুমি এলে
সাদরে রাখিলে বুকে। ভাবিনু পথ ভুলে
এতদিনে এলে কি সুন্দর? কি দিব আর?

এক নিঃশ্বাসে উজাড়িয়া দিয়াছি যে আমার
হৃদয়। শুধু তব কাছে এক পাওয়া বাকি—
সার্থক হবে সব পাওয়া তবে। পাশে রাখি
সদাই আমারে সমধর্মে ভাগী করো।
পিছনে রব না পড়ি – নহে সম্মুখেতে কভু
জীবন-সঙ্গিনী আমি – সঙ্গে রেখো প্রভু
কর্ম আর মর্ম সাথীরূপে। —প্রথম অধ্যায় শেষ
মোদের জীবনে। নূতনের যাত্রা পথে ধরি নব বেশ
গাহি নূতনের গান চলিব সম্মুখ পানে।
মোদের মিলন মাঝে জ্বালিবে অম্লানে
প্রেম দীপ খানি। রাখিব জ্বালায়ে চিরতরে—
এই হোক্ কামনা মোদের। সত্য শিব সুন্দরের হোক
প্রকাশ মোদের মিলিত জীবন ছন্দে—
পূর্ণতার সাথে মোরা যেন জয় লভি। দ্বিধা ও দ্বন্দ্বে
যেন জিনিবারে পারি নিষ্ঠা সাধনা আর
প্রেম শ্রদ্ধা দিয়ে। বিশ্বাসের দীপাধার—
জ্বালাবে/ আলো চিরন্তন—পথ লব খুঁজি
তারই ইঙ্গিতে। শুভদিনে বিশ্বদেবে পূজি
যাত্রা করি শুরু। পৃথিবীর ছোট বড় যত
যেখানেতে আছে—মাগিনু আশিস সবার মাথা করি নত।

প্রিয়ার প্রার্থনা

চুপি চুপি একটি কথা তোমায় বলি প্রিয়—
ধরা হতে যাবার আগে তোমার পরশ দিও।
স্বর্গ নরক যেথায় আমার হোক্ না কেন ঠাঁই
তোমার মনের কোণে যেন একটুকু স্থান পাই।
হেথা হোথা চিহ্ন মম থাকুক না হয় পড়ে,
সে সব স্মৃতি মুছেই ফেলো প্রিয়. চিরতরে।
দুঃখ তার বাজবে না মোর মৃত্যুর ওপারে।
শুধু মাটির প্রদীপ জ্বালিয়ে রেখো প্রেমের দুয়ারে।
প্রতিক্ষণের স্মৃতি তোমার চাইনা নিতে ভরে—
বিস্মৃতিরই মাঝে মাঝে আমায় নিও স্মরে।
ভেবো আমায় জীবন পথের তোমার ক্ষণিক সাথী—
দুঃখে সুখে সঙ্গী হয়ে ছিল দিবস রাতি।
ক্ষণেক পাওয়া পথটি চলার যাত্রী কয়েক দিনের
জাগাবে কি একটুও সুর তোমার জীবন-বীণের!
শতেক কাজের মাঝে মাঝে তোমার অবসরে
একমুঠি ফুল ছড়িয়ে দিও—মোর সমাধির 'পরে।
দাঁড়ায়ে বারেক অতীত প্রিয়ায় স্মরণ করে নিও—
চুপি চুপি এই কথাটি বলনু আজি প্রিয়।

Man—an image of God

Man is made after God's image
His heart is an angel's tear ,
His misery and happiness, Joy
and anger,
Shower on earth in the roll of age.

Human tear is the fountain of
holy love,
A garland of dewdrops here—
It brings a rhyme in the dance of Time
And dispells the darkness of
endless fear

Human love is a heavenly song
Floating towards One light,
It's a song of Nightingale for long—
A dream of day and night.

River flows with a murmuring sound
To achieve its boundless goal,
And wind blows with a rustling sound
To praise man's Divine Soul.

Humanity is the hymn of heaven,
And not the hearth of hell.
Human spirit is the budding flower
That blossoms with beauty and smell.

Man is the crown of glorious creation,
Made after God's Own image.
He is the Star of Eternal Paradise –
Shining with holy rays.

Ode to God

A flying bird sings in the sky.
Murmuring river from mountain high
Runs towards the roaring sea–
In a mood of dancing glee.
Gentle breeze trembles in joy,
Like a smiling girl or a boy.
The light of the sun or a flashing thunder,
A dense forest and the Ocean under,
A surprised doer and the flaming foam,
Swell and swing in spring and in storm,
In endless occan a flaring wave
Sings your song in grove, on grave,
Only for you, for you, holy Lord,—
Blessed is the universe, only for you,
God !

A flow of glorious Glee

A ray of setting sun is now on your
face—
And waves a flood of godly beauty—
You—an angel, in the land of grace.

A soul of heaven on earth
Stretching hands towards me,
In a posture of joyful mirth,
From a flow of glorious glee.

A smile of love is on your lip,
An ocean of light shivers in your eyes,
A magnificent rythm—dense and deep
Expands the song of Paradise.

Like a drop of moonlit dews,
Bringing from heaven a holy news
Swings the heart of man.
Let my agomy of death and strain,
All my earthly praise and pain,
Be missed in your boundless span.

Smile and storm of my life
Let be mixed in human hive,
With the sweetness and perfume of
honey—
That will bring me an infinite glow,
With the hope of a day—sunny —
From an eternal serene flow.

I am here and here for ever,
With my human mortal feather,—
Let me live and be lost alone
In your endless sublime zone.

A lovely reddish beauty of heavenly
light—
Will murmur in the stream of splendid
sight.
A glorious dream of you will flow
and flow on me,
I will swim and swing and sing on a
holy sea.

Call to the Son of Eearth

Hark ! the son of almighty God,
Whom do you worship as your Lord ?
Wherefor do you offer thy toil from
dawn to dark night—
For whom do you forget your precious
birth right ?

Oh ! thou son of graceful green earth,
Why do you live in the fire of hell's
hearth ?
For whom do you build palace living
in filthy den,
Why do you offer thy love and peace
for heartless greedy men ?

Wherefor will you suffer so much to
bring pomp and peace,
Do they come in your grief to soothe,
to love and to give you a kiss ?
Will those people waste a moment to
remove thy pressure and pain ?
Will they think for a while to gain your
little grain ?

Whom do you defend and save forging
arms and chain,
Why do you offer your sweat and toil
and destroy your heart and brain ?
Get rid of these worthless drones who
only drink thy blood,
Be firm to seize a new sun to bring a
flaming flood,

Create a world for you full of joy and
light,
Wake up ! thou son of God ! to have
your divine right.
Let infinite peace and humanity be your
golden goal,
Enrich and ennoble thy holy existence
to have a sparkling soul.

Wake up my Scul

Oh, my soul, my holy soul—wake up
from deep dark,
Sing the song of eternal roll—like a
heavenly lark.

The sun will bring from blue horizon—
The joy of a glorious tune,
And will swing the wave of One light
With its mirthful perfume.

Soar the spirit of thy sparkling truth
From inner core cf heart,
Towards universal rhyme and rhythm—
Of a melodious majestic Art.

Spread the span of thy endless love—
Above narrow limit of line,
Enlighten the beauty of your divinity
For ever and ever to shine.

A ceaseless song of a floating ray
And beauty of a serene stream—
Will pirch upon thy spectrum
Of thy sun bright greenish dream.

A Midnight Song

A lonely midnight,—
A wondrous light
Sparkles on my life,—
Like a starry sky
Expands the span of high—
In majesty to survive.

A song–soft and sweet
Swing a melodious beat,–
In my divine soul,—
A joy of heaven—
Enlightens the horizon
Of my glorious goal.

Oh ! thou solitary night,
With a graceful sight—
Spreads over my green earth —
Of dreamy dew of mirth
In a glow of glaring bright.

Thou night ! proceed towards a joyful dawn.
My life is for everlong —
A journey to a swan song —
That ends in the Ocean of delight.

Music of my heart

Music of my heart is the
Dancing flow of a flashing fountain.
That swings the waves of an eternal sea,
And brings heavenly harmony in a
maiden mountain.

My song of passion or pain
Like a shower of ripping rain.
Let my music remove
Human grief and distress.
Let its rhyme and rhythm move
Tears of strain and disgrace.
Through endless eternal age.

Let song of life soothe
All cruel and painful stress,
And let it bring soft and smooth
And charming spring-moon-rays.

Bud blossoms into a flower
Cloud becomes rain in shower.
My nightingale flies on a marble tower
And tunes the glittering starry power.

Welcome, welcome my song of paradise.
Welcome, welcome my glorious sunrise.

Song of Life

Life comes out of Divine joy—
In a joyful moment of Eternity ;
A flower to bloom—
With all its glory and perfume—
In the universal paradise of Humanity.

Truth and beauty, love and light,
Sweet song of mystery and wrong
and right,
Palmy days or a stormy night,
Enlighten the span of life—
A sunny spark ;
Life ! an Elan Vital—an inner urge—
A Psalm of a heavenly lark.

—

*   *   *

'In the midst of a sunny desert,
Only for a drop of water—
Waits for ever—a thirsty heart ;
And not for bread and butter.

*   *   *

A mourning heart, from human eyes
Seeks divine tear,
Seeks a lovely touch of soft sighs
From those who are dear.

*   *   *

Joy for you and joy for ever.
Gather and gain and lose never.
Joy is love and joy is life
Let joy be in you for ever to survive.

গান

মালকোষ—ত্রিতাল

০ ১
পিউ পিউ পাপিহারা

+ ৩
খুঁজে ফেরে কারে,

০ ১ + ৩
বসন্ত জাগে ঐ বনে বনে হারে।

০ ১
ময়ূর ময়ূরী নাচে

+ ৩
আনন্দে ছন্দে,

০ ১
পবন মাতাল আজি

+ ৩
মহুয়ার গন্ধে।

০ ১
জাগো বঁধু জাগো ব'লে

+ ৩
প্রিয়া কর হানে দ্বারে।

দাদ্‌রা

দমকে দমকে ডাকিছে দামিনী,
চমকে চমকে উঠিছে কামিনী,
তরাসে তরাসে ডাকিছে দাদুরী,
কাঁপিছে নিশীথ যামিনী।

কুঞ্জ পথেতে মঞ্জুভাষিনী,
রিনিকি ঝিনিকি চলিছে মানিনী,
ছলকি ছলকি উঠিছে গাগরি।
কঙ্কণে কিনি কিনি—
কাঁপিছে নিশীথ যামিনী।

নূপুরে নূপুরে বাজিছে ছন্দ,
পাপিয়া গাহিছে মৃদুল মন্দ,
কাঁপিছে শ্যামল অধীরানন্দ—
যমুনা উতলা বাহিনী।
বাধো বাধো পায় চলিছে শ্রীমতী
নয়নে হাসিছে ভামিনী—
কাঁপিছে নিশীথ যামিনী।

রাগ প্রধান—খাম্বাজ ঠাট

ঠমকি ঠমকি রাধা

চলে যমুনায়,

চমকিয়া বনলতা

তার পথ ছায়।

বাঁশুরিয়া শ্যাম রায়—

আকুলিয়া পথ চায়,

উতলিয়া কানু প্রাণ, পাপিয়া যে গায়।

গাগরি ভরণে রাই চলে যমুনায়।

নাচে ময়ূরী, গাহে পাপিয়া—

'কোথা যাও রাধে শ্যামেরে কাঁদাইয়া।'

গরবিনী গরবেতে বারেক না ফিরে চায়।

ভৈরবী—রাগ প্রধান, ঠুংরি চাল

সজনি, তোমার বাঁশীতে
আমার সুরখানি ভরে নাও,
আমার গানেতে তোমার গানখানি
ভরে দাও, ভরে দাও।
আমার সুর পঞ্চমে—তোমার
তানপুরাটায় তান তোলো,
মধুর মূর্ছনায় তোমার
বিরহ বেদনা ভোলো।
তোমার প্রেমের রঙে
আমার জীবন ভরে দাও।
আমার সুরখানি ভরে নাও, ভরে নাও।

ঝাঁপতাল—মিশ্র দেশ

দ্রিমিকি দ্রিমিকি দ্রিমি তুম্‌ তানা না
বাজিছে ডম্বরু গম্ভীরে অম্বরে।
সনন সনন বহে প্রভঞ্জন
যেন রুদ্র তাণ্ডবে শিব শম্ভুরে।
ঝনন ঝনন ঘুঙরু ঘন ঘন
চরণে ছুম্‌ ছুম্‌ নূপুর কণ কণ,
বিদারি বিজন গগন পবন—
চমকে বিজুরি আঁধার সম্বরে।

রাগ প্রধান—মারবা-ত্রিতাল

০ ১ + ৩

কোয়েলিয়া তুমি যেওনা চ'লে (শোনো)

০ + ৩

বসন্ত এসেছে গাও আজি কুহু ব'লে !

০ ১ + ৩

পল্লবে পল্লবে হিল্লোল জাগে,

০ ১ + ৩

ময়ূর ময়ূরী নাচে সোহাগ রাগে।

০ ১ + ৩

ঝুলনায় প্রিয়া সাথে প্রিয় আজি দোলে।

আধুনিক

শাওন এলরে আজি
মল্লারে মল্লারে।
নীল মেঘ ধরেছে গান কেন
তোরা বল্‌না রে।
পল্লবে পল্লবে সুর ওঠে মাতিয়া
চাতক কাঁদে না 'ফাটি যাও তো ছাতিয়া।'

ঝিরি ঝিরি ঝর ঝর শাওন ধারা
মরাল মিথুন হলো আজি পথ হারা।
মেঘের চূড়ায় আলো ছায়া মাতোয়ারা।
শাওন নাচিছে যেন ঝর্‌ণা রে।

আধুনিক

সুন্দর হতে সুন্দর তুমি—
সুন্দর প্রিয় মোর,
তব লাগি বঁধু লেগেছে আজিকে
নয়নে প্রেমের ঘোর।
তুমি আছ সখা, তবু নেই পাশে—
ব্যাকুল হৃদয় তব দরশন আশে—
তোমার বিরহে তাই কাটে দিন ভোর।
(ওগো সুন্দর প্রিয় মোর)।
কালো দুটি মোর এ আঁখি তারা—
তব খোঁজে আজি হলো পথহারা।
নিঠুর কালা ওগো নিঠুর নাগর
তোমার প্রেমে এ মীরা হয়ে আছে ভোর।

আধুনিক

সঘন গগন মোরে ডাক দিয়ে যায়—
অভিসারী হিয়া তাই বাহিরিতে চায়।
গরু গুরু গম্ভীরে
বাজিছে যে অম্বরে
ডম্বরু ঘন ঘন মেঘে মেঘে তায়,
তরাসিয়া দাদুরিয়া গাহে বরষায়।
অভিসারী হিয়া তাই বাহিরিতে চায়।

বাউল হোল আজি বিরহিণী মোর মন
বারে বারে ডাক দেয় বরষার ও গগন।
পথহারা হিয়া তাই উধাও আকাশে ধায়
অভিসারী হিয়া তাই বাহিরিতে চায়।

আধুনিক

বুঝি ঐ চলে যায়
ফাগুন যে হায়
দখিন সুরের হাওয়া—
আমার নীল আকাশের তরীখানি
হলো না আর বাওয়া।
আলোয় মাতাল পিক্ পাপিয়া
করছে আসা যাওয়া।
শুধু নীল আকাশের তরীটি মোর
হলো না আর বাওয়া।
রাখালিয়ার বাঁশীর সুরে
শিশির দোলে ঘাসে,
নায়ের মাঝির বাউল গানে
নয়ন যে মোর ভাসে।
ইন্দ্রধনুর রঙে রঙে প্রেমের আগুন ছোঁয়া।
চাঁদের সুরের ঝরণাতে মোর
গান হলো না গাওয়া—
আমার নীল আকাশের তরীখানি
হলো না আর বাওয়া।